কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৬
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৫

সূরা নূহ

কুরআনের ৭১ তম সূরা; এর আয়াত সংখ্যা ২৮ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা নূহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরাটিতে ইসলামের নবী নূহ ও তার সম্প্রদায়ের কথা বর্ণিত আছে।

নামকরণ

'নূহ' এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও 'নূহ'। কারণ এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত 'নূহ' আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শত্রুতামূলক আচরণ বেশ তীব্রতা লাভ করেছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি।বরং এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদের এ মর্মে সাবধান করা যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কওম যে আচরণ করেছিল তোমরাও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে একই আচরণ করছো। তোমরা যদি এ আচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাদেরও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল ঐসব লোকেরা। গোটা সূরার মধ্যে একথাটি স্পষ্ট ভাষায় কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মক্কীবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার পটভূমিতে এ বিষয়টি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে রিসালাতের পদ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন সে সময় তাঁর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন প্রথম আয়াতে তা বলা হয়েছে। তিনি তাঁর দাওয়াত কিভাবে শুরু করেছিলেন এবং স্বজাতির মানুষের সামনে কি বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

২ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াতে তা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করার পর তার যে বর্ণনা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন ৫ থেকে ২০ আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে সত্য পথে আনার জন্য কিভাবে চেষ্টা-সাধনা করেছেন আর তাঁর জাতির লোকেরা কি রকম হঠকারিতার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করেছে এ পর্যায়ে তিনি তার সবই তাঁর প্রভুর সামনে পেশ করেছেন।

এরপর ২১ থেকে ২৪ আয়াতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শেষ আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন করেছেন যে, এ জাতি আমার দাওয়াত চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা তাদের নেতাদের হাতে নিজেদের লাগাম তুলে দিয়েছে এবং বিরাট ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। এখন তাদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার শুভবুদ্ধি ও যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়ার সময় এসে গেছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটা কোন প্রকার অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। বরং শত শত বছর ধরে ধৈর্যের চরম পরীক্ষার মত পরিবেশ-পরিস্থিতির

মধ্যে দ্বীনের তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পর যে সময় তিনি তাঁর কওমের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন কেবল তখনই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এখন এ জাতির সত্য ও ন্যায়ের পথে আসার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল হুবহু আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার অনুরূপ। তা-ই এর পরবর্তী ২৫ আয়াতেই বলা হয়েছে। এ জাতির কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হলো।

আযাব নাযিল হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে যে দোয়া করেছিলেন শেষ আয়াতটিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি নিজের ও ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং নিজ কওমের কাফেরদের জন্য এ মর্মে আল্লাহর কাছে আবেদন করছেন যেন তাদের কাউকেই পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রাখা না হয়, কারণ তাদের মধ্যে এখন আর কোন কল্যাণই অবশিষ্ট নেই। তাই তাদের ঔরসে এখন যারাই জন্মলাভ করবে তারাই কাফের এবং পাপী হিসেবেই বেড়ে উঠবে।

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِہٖۤ اَنۡ اَنۡذِرۡ قَوۡمَکَ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

১. নিশ্চয় আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে সতর্ক করুন তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে।

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে।

সূরা 'আল-আ'রাফ'-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, নূহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন প্রেরিত প্রথম রাসূল। কাতাদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "প্রেরিত প্রথম রাসূল হলেন নূহ এবং তাঁকে পৃথিবীর সকল অধিবাসীর কাছে পাঠানো হয়েছিল।" এ কারণেই যখন তারা কুফরি করেছিল, আল্লাহ পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন নূহ ইবনে লামেক ইবনে মাতুশালাখ ইবনে আখনুখ, যিনি ইদ্রিস, ইবনে ইয়ার্দ ইবনে মাহলাইল ইবনে আনুশ ইবনে কাইনান ইবনে শীষ ইবনে আদম (আলাইহিস সালাম)। তাঁরা সকলেই মুমিন ছিলেন। তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পঞ্চাশ বছর বয়সে পাঠানো হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: চল্লিশ বছর বয়সে। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন: তাঁকে তিনশত পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে সূরা 'আল-আনকাবূত'-এ আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

مِنۡ قَبۡلِ أَنۡ يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ (তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে) - ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: এর দ্বারা পরকালে জাহান্নামের শাস্তিকে বোঝানো হয়েছে। আল-কালবী বলেন: এটি হলো সেই তুফান যা তাদের উপর নেমে এসেছিল। আবার বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো, যদি তারা ঈমান না আনে, তবে সাধারণভাবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে তাদের সতর্ক করা। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ডাকতেন এবং সতর্ক করতেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে সাড়া দিতে দেখেননি। তারা তাঁকে এমনভাবে মারধর করত যে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন, তখন তিনি বলতেন: "হে আমার রব, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না।" এ বিষয়ে সূরা 'আল-আনকাবূত'-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

২. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

মহান আল্লাহ তাঁর বর্ণনায় বলেন: নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বললেন: হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি, সুতরাং তোমরা এ বিষয়ে সাবধান হও, যেন তা তোমাদের উপর তোমাদের কুফরির কারণে আপতিত না হয়। {مُبِينٌ} (সুস্পষ্ট) – এর দ্বারা তিনি বলছেন: আমি তোমাদের প্রতি আমার সতর্কবাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوۡهُ وَ اَطِيۡعُوۡنِ

৩. এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আমার আনুগত্য কর

নূহ আলাইহিস সালাম তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তার জাতির সামনে তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন। এক, আল্লাহর দাসত্ব, দুই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং তিন, রাসূলের আনুগত্য। প্রথমেই ছিল আল্লাহর অবাধ্যতা না করার আহবান, কারণ তাঁর অবাধ্য হলে আযাব অনিবার্য। তারপর তাকওয়ার আহবান। যার মাধ্যমে রাসূলকে মেনে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার আহবান রয়েছে। তারপর রয়েছে রাসূলের আনুগত্যের আহবান। তিনি যা করতে আদেশ করেন তাই করা যাবে আর যা করতে নিষেধ করেন তা-ই ত্যাগ করতে হবে।

يَغۡفِرۡ لَكُمۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِكُمۡ وَ يُؤَخِّرۡكُمۡ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

৪. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে!

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তোমাদের মৃত্যুর যে সময়কাল নির্ধারণ করা আছে, ঈমান আনা অবস্থায় সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার আরো অবকাশ দেবেন এবং সেই আযাবকে তোমাদের উপর হতে দূর করে দেবেন, ঈমান না আনার ফলে যার আসাটা তোমাদের উপর অবধারিত ছিল। এই আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলা হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য, নেকীর কাজ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ে সত্যিকারে আয়ু বৃদ্ধি হয়। হাদীস শরীফেও এসেছে যে, صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় আয়ু বৃদ্ধি করে। (ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন, অবকাশ দেওয়ার মানে, বরকত দেওয়া। ঈমান আনলে আয়ুতে বরকত হবে। আর ঈমান না আনলে এই বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

তাই তোমাদের জন্য এটাই মঙ্গল যে, তোমরা সত্বর ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে নাও। দেরী করলে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকত, তাহলে তোমরা তা সত্বর অবলম্বন করতে, যার আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করছি। অথবা যদি তোমরা এই কথা জানতে যে, আল্লাহর আযাব যখন এসে পড়ে, তখন তা রদ্দ হয় না।

قَالَ رَبِّ اِنِّىۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِىۡ لَيۡلًا وَّ نَهَارًا

৫. তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডেকেছি,

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তার সম্প্রদায় কিভাবে তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় এবং কিভাবে নিজেদের যিদের উপর আঁকড়ে থাকে! হযরত নূহ (আঃ) অভিযোগের সূরে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে আরয করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আদেশকে পুরোপুরিভাবে পালন করে চলেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আপনার পথে আহ্বান করছি।

فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِىۡۤ اِلَّا فِرَارًا

৬. কিন্তু আমার ডাক তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

আমার আহবানের ফলে এরা ঈমান হতে আরো দূরে সরে গেল। যখন কোন জাতি ভ্রষ্টতার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তাদের অবস্থা এইরূপই হয়। তাদেরকে যতই আল্লাহর প্রতি আহবান করা হয়, তারা ততই দূরে সরে যায়।

وَ اِنِّىۡ كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوۡۤا اَصَابِعَهُمۡ فِىۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَ اسۡتَغۡشَوۡا ثِيَابَهُمۡ وَ اَصَرُّوۡا وَ اسۡتَكۡبَرُوا اسۡتِكۡبَارًا

৭. আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়েছে নিজেদেরকে এবং জেদ করতে থেকেছে, আর খুবই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।

মুখ ঢাকার একটি কারণ হতে পারে, তারা নূহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শোনা তো দূরের কথা তার চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না। [মুয়াস্সার] আরেকটি কারণ হতে পারে, তারা তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঢেকে চলে যেতো যাতে তিনি তাদের চিনে কথা বলার কোন সুযোগ আদৌ না পান। [ইবন কাসীর] মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ধরনের আচরণ করছিলো সেটিও ছিল অনুরূপ একটি আচরণ। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদের এ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে "দেখ, এসব লোক তাদের বক্ষ ঘুরিয়ে নেয় যাতে তারা রাসূলের চোখের আড়ালে থাকতে পারে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে আড়াল করে তখন আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোও জানেন এবং গোপন বিষয়গুলোও জানেন। তিনি তো মনের মধ্যকার গোপন কথাও জানেন।" [সূরা হূদ: ৫]

ثُمَّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا

৮. তারপর আমি তাদেরকে ডেকেছি প্রকাশ্যে

ثُمَّ اِنِّیۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَ اَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًا

৯. পরে আমি তাদের জন্য উচ্চস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি অতি গোপনে।

হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে সাধারণ মজলিসেও প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক এক করে পৃথক পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি। মোটকথা, তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্যে আমি কোন কৌশলই ছাড়িনি, এই আশায় যে, হয় তো তারা সত্যের পথে আসবে।

فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا

১০. অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল,

অর্থাৎ, ঈমান এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর এবং তোমাদের প্রভুর কাছে নিজেদের বিগত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও। তিনি তাদের জন্য বড়ই দয়াবান এবং মহা ক্ষমাশীল যারা তওবা করে।

یُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَیۡكُمۡ مِّدۡرَارًا

১১. তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

وَّ یُمۡدِدۡكُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّ بَنِیۡنَ وَ یَجۡعَلۡ لَّكُمۡ جَنّٰتٍ وَّ یَجۡعَلۡ لَّكُمۡ اَنۡهٰرًا

১২. এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

এ কথাটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও সংকীর্ণ করে দেয়। অপর পক্ষে কোন জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখেরাতের জন্যই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১২৪] আরও বলা হয়েছে, "আহলে কিতাব যদি তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত তাওরাত, ইঞ্জীল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধানাবলী মেনে চলতো তাহলে তাদের জন্য ওপর থেকেও রিযিক বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও ফুটে বের হতো।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৬]

আরও বলা হয়েছেঃ "জনপদসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম।" [সূরা আল-আরাফ: ৯৬] অনুরূপভাবে হূদ আলাইহিস

সালাম তার কওমের লোকদের বললেন, "হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন।" [সূরা হূদ: ৫২]

খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে মক্কার লোকদের সম্বোধন করে সেখানে আরও বলা হয়েছে "আর তোমরা যদি তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার দিকে ফিরে আস তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন।" [সূরা হূদ: ৩] এ থেকে আলেমগণ বলেন যে, গোনাহ থেকে তাওবাহ ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। সালফে সালেহীনও বৃষ্টির জন্য সালাতের সময় এ পদ্ধতির প্রতি জোর দিতেন। কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্য দো'আ করতে বের হলেন এবং শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন।

সবাই বললো, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো আদৌ দোআ করলেন না। তিনি বললেন, আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখানে থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। একথা বলেই তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো তাদের পাঠ করে শুনালেন। অনুরূপ একবার এক ব্যক্তি হাসান বাসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্রের অভিযোগ করলো। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো, আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো, কি ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। [দেখুন: ইবন কাসীর; কুরতুবী]

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا

১৩. তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না!

এই ভোগ্যবস্তুর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর হযরত নূহ (আঃ) তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেনঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? তাঁর আযাব হতে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকছো কেন? তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য করছো না?

رجاءএর অর্থ এখানে خوف(ভয়)। অর্থাৎ, যেভাবে তাঁর বড়ত্বের দাবী তোমরা সেভাবে তাঁকে ভয় করো না কেন? এবং তাঁকে এক মনে করে তাঁর আনুগত্য কর না কেন?

وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا

১৪. অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌছানো হয়েছে। প্রথমে বীর্য আকারে, মাতৃগর্ভে, দুগ্ধপানরত অবস্থায়, অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্যে উপনীত হয়েছ। এসব পর্যায় প্রতিটিই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেন, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। আর তিনিই মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে?

وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

১৬. আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে;

وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا

১৭. তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

১৮. তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন,

অনুরূপভাবে তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলোর আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে যে, গতিশীল বড় বড় সাতটি নক্ষত্র বা গ্রহ রয়েছে, যেগুলোর একটি অপরটিকে আলোহীন করে দেয়। দুনিয়ার আকাশে সবচেয়ে নিকটে রয়েছে চন্দ্র, যা অন্যগুলোকে জ্যোতিহীন করে থাকে। দ্বিতীয় আকাশে রয়েছে 'আতারিদ'। তৃতীয় আকাশে আছে যুহরা। চতুর্থ আকাশে সূর্য রয়েছে। পঞ্চম আকাশে রয়েছে মিররীখ। ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে 'মুশতারী' এবং সপ্তম আকাশে যাহল রয়েছে। আর অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলো, যেগুলো হলো 'সাওয়াবিত' বা স্থির, অষ্টম আকাশে রয়েছে যেটাকে মানুষ 'ফালাকে সাওয়াবিত' বলে থাকে। ওগুলোর মধ্যে যেগুলো শারাবিশিষ্ট ওগুলোকে 'কুরসী' বলে থাকে। আর নবম ফালাক হলো তাদের নিকট ইতাস বা আসীর। তাদের নিকট এর গতি অন্যান্য ফালাকের বিপরীত। কেননা, এর গতি অন্যান্য গতির সূচনাকারী। এটা পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে চলতে থাকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ফালাক চলে পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিকে। এগুলোর সাথে নক্ষত্রগুলোও চলাফেরা করে। কিন্তু গতিশীলগুলোর গতি ফালাকগুলোর গতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ওগুলো সবই পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে চলে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি স্বীয় শক্তি অনুযায়ী স্বীয় আকাশকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। চন্দ্র প্রতি মাসে একবার প্রদক্ষিণ করে ক্ষিণ করে বছরে একবার, যাহল প্রতি ত্রিশ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। সময়ের কমবেশী হয় আকাশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুপাতে। তাছাড়া প্রত্যেকটির গতিবেগও সমান নয়। এ হলো তাদের সমস্ত কথার সারমর্ম যাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বহু কিছু মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলো এখানে বর্ণনা করতেও চাই না, এবং এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো একটির উপর আরেকটি, এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দুটোর ঔজ্জ্বল্য ও কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাত্রির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট মনযিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন এক সময়ও আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে উজ্জ্বল ও আলোকময় করেছেন। এবং চন্দ্রের মনযিল ও কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার, আল্লাহ এটাকে সত্যসহই সৃষ্টি করেছেন, তিনি জ্ঞানী ও বিবেকবানদের জন্যে স্বীয় নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকেন।" (১০:৫)

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا

১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিস্তৃত–

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

২০. যাতে তোমরা সেখানে চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ধৃত করেছেন মৃত্তিকা হতে। তারপর আল্লাহ পাক বলেনঃ অতঃপর ওতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা হতেই বের করবেন যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। এটা যেন হেলা-দোলা না করে এ জন্যে এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন। এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফেরা করতে রয়েছে। এদিক হতে ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছো। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হযরত নূহ (আঃ)-এর এটাই যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর ক্ষমতার নমুনা তাঁর কওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ কথাই বুঝাতে চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বরকত দানকারী, সমস্ত জিনিস সৃষ্টিকারী, ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, আহার্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি তাদের উপর এটুকু হক নেই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে? এবং তাঁর কথামত তাঁর নবী (আঃ)-কে সত্য বলে মেনে নিবে? হ্যাঁ, তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করা, তাঁর সমকক্ষ কাউকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তাঁর স্ত্রী নেই, সন্তান সন্ততি নেই, মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। বরং তিনি সুউচ্চ ও মহান।

قَالَ نُوۡحٌ رَّبِّ اِنَّهُمۡ عَصَوۡنِىۡ وَ اتَّبَعُوۡا مَنۡ لَّمۡ يَزِدۡهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا

২১. নূহ বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

অর্থাৎ তারা আমার অবাধ্য হয়েছে। তারা সমাজের ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের অনুসরণ করেছে। অথচ এ সমস্ত লোকদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না। [কুরতুবী]

وَ مَكَرُوۡا مَكۡرًا كُبَّارًا

২২. আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে

ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো জাতির লোকদের সাথে নেতাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। নেতারা জাতির লোকদের নূহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করতো। যেমন, তারা বলতো "তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের মতই একজন মানুষের নিকট তোমাদের রবের কাছ থেকে বাণী এসেছে?" [সূরা আল-আ'রাফ: ৬৩] "আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা না বুঝে শুনে নূহের আনুগত্য করছে। তার কথা যদি সত্যিই মূল্যবান হতো তাহলে জাতির নেতা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো।" [হূদ-২৭] "আল্লাহ যদি পাঠাতেই চাইতেন তাহলে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন।" [সূরা আল-মু'মিনুনঃ ২৪] এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হতেন, তাহলে তার কাছে সবকিছুর ভাণ্ডার থাকতো, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং ফেরেশতাদের মত সব রকম মানবীয় প্রয়োজন ও অভাব থেকে মুক্ত হতেন। [সূরা হূদঃ ৩১] নূহ এবং তার অনুসারীদের এমন কি অলৌকিকত্ব আছে যার জন্য তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে? এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। [সূরা আল-মুমিনুন: ২৫] প্রায় এ রকম কথা বলেই কুরাইশ নেতারা লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো।

وَ قَالُوۡا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمۡ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۬ۙ وَّ لَا يَغُوۡثَ وَ يَعُوۡقَ وَ نَسۡرًا

২৩. এবং বলেছে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ আলাইহিস সালাম আরও বললেন, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরা তো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ আলাইহিস সালাম এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পর এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, আমরা আমদের দেব-দেবীর বিশেষত: এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি মূর্তির নাম। হাদীসে এসেছে, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কালে ছিল আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম এর আমলের মাঝামাঝি। তাদের নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করলঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সমানে রেখে দাও তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, তোমাদের পূর্বপুরুষের ইলাহ ও উপাস্য মুর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমা-পূজার সূচনা হয়ে গেল। [বুখারী: ৪৯২০] উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় তাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

নূহের কওমের উপাস্যদের দেবীদের মধ্য থেকে এখানে সেসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা যাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে; মহা প্লাবনে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল। পরবর্তী বংশধরগণ তাদের মুখ থেকে নূহ এর জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব-দেবীদের নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] 'ওয়াদ্দ' ছিল 'কুদ'আ গোত্রের 'বনী কালব' শাখার উপাস্য দেবতা। 'দাওমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল। 'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী। 'ইয়াগুস' ছিল সাবার নিকট জুরুফ নামক স্থানে বনী গাতীফ এর উপাস্য। 'ইয়াউক' ইয়ামানের হামদান গোত্রের উপাস্য দেবতা ছিল। 'নাসর' ছিল হিমইয়ার অঞ্চলের হিমইয়ার গোত্রের 'আলে যু-কিলা' শাখার দেবতা। [ইবন কাসীর]

وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا

২৪. বস্তুত তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; কাজেই আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।

অর্থাৎ এই যালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা রাসূলগণের কর্তব্য নূহ আলাইহিস সালাম তাদের পথভ্রষ্টতার দো'আ করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল তাদের মাঝে থেকে বুঝে গিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে না। সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। নূহ আলাইহিস সালাম তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয়ার দো'আ করলেন যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। [দেখুন: আয়সারুত তাফসীর]

مِمَّا خَطِيْٓـَٔاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا

২৫. তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি।

وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

২৬. নূহ আরও বলেছিলেন, হে আমার রব! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দেবেন না।

আয়াতটির এক অর্থ হচ্ছে, যমীনে বিচরণকারী কাফেরদের কাউকে রেহাই দিবেন না। [মুয়াসসার। অপর অর্থ আপনি যমীনের বুকে কোন গৃহবাসী কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। [জালালাইন] কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তিনি ঐ সময় পর্যন্ত তাদের উপর বদদো'আ করেননি যতক্ষণ তার কাছে "যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তারা যা করে তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না।" [সূরা হূদ: ৩৬] এ বাণী তাকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তিনি স্পষ্টই জানতে পারলেন যে, তারা আর ঈমান আনবে না তখন তিনি এ দোআ করেছিলেন। [কুরতুবী]

اِنَّكَ اِنۡ تَذَرۡهُمۡ يُضِلُّوۡا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوۡۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

২৭. আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির।

رَبِّ اغۡفِرۡ لِىۡ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنۡ دَخَلَ بَيۡتِىَ مُؤۡمِنًا وَّ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيۡنَ اِلَّا تَبَارًا

২৮. হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে। আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। ঐ সময় হতে নিয়ে আজ পর্যন্ত আরব ও অনারবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। হযরত (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা হতে রক্ষা করুন! হে আমার প্রতিপালক! তারা অধিকাংশ লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।"

এরপর হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমের উপর বদ দু'আ করেন। কেননা তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং শত্রুতা চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউন ও তার লোকদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মাল-ধনকে আপনি ধ্বংস করে দিন ও তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিন, সুতরাং তারা যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত ঈমান আনয়ন না করে।" (১০:৮৮)

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রার্থনা কবূল হয়ে যায় এবং তাঁর কওমকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় অগ্নিতে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

সূরা নূহ: এক নবীর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং তাঁর আন্তরিক আরজি

ফুটনোট

সূরা নূহ: এক নবীর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং তাঁর আন্তরিক আরজি

প্রথম পর্ব: এক সুস্পষ্ট মিশনের সূচনা এবং দীর্ঘ দাওয়াত

সূরার সূচনা হয় হযরত নূহ (আলার)-এর মিশনের এক সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে। আল্লাহ বলছেন, "নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো, তাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে।"

এই নির্দেশ পাওয়ার পর, নূহ (আলার) তাঁর জাতির কাছে যান এবং তাঁর দাওয়াতের মূল ভিত্তিটি তুলে ধরেন:

দাওয়াতের মূল ভিত্তি:

তিনি বলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

- "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো।" (তাওহিদ)

- "তাঁকে ভয় করো।" (তাকওয়া)
- "এবং আমার আনুগত্য করো।" (রিসালাত)

দাওয়াত কবুলের পুরস্কার:
তিনি তাদের এই দাওয়াত গ্রহণ করার বিনিময়ে দুটি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন:
১. "আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।"
২. "এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন।"
এই ছিল তাঁর দাওয়াতের সরল, সুস্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় রূপরেখা।

দ্বিতীয় পর্ব: এক নবীর আন্তরিক আরজি এবং তাঁর ৯৫০ বছরের সংগ্রামের প্রতিবেদন
প্রথম পর্বের পর, সূরাটি আমাদের নিয়ে যায় এক অভাবনীয় ও হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যে। এখানে নূহ (আঃ) তাঁর দীর্ঘ ৯৫০ বছরের দাওয়াতী জীবনের এক বিস্তারিত প্রতিবেদন ও আরজি তাঁর প্রতিপালকের দরবারে পেশ করছেন। এটি একাধারে তাঁর কঠোর পরিশ্রমের বিবরণ এবং তাঁর জাতির একগুঁয়েমির এক করুণ চিত্র।
অক্লান্ত প্রচেষ্টা:
তিনি বলেন: "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিন ও রাত (সর্বদা) ডেকেছি।"

জাতির প্রত্যাখ্যান:

- কিন্তু তাঁর এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল কী হয়েছিল? "আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাকেই কেবল বৃদ্ধি করেছে।"
- "আমি যখনই তাদের ডেকেছি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে নিজেদের আবৃত করেছে, নিজেদের একগুঁয়েমির উপর অটল থেকেছে এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।"

দাওয়াতের বিভিন্ন কৌশল:
তিনি তাঁর দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও তুলে ধরেন:

- "অতঃপর আমি তাদের প্রকাশ্যে ডেকেছি।"
- "তারপর আমি তাদের জন্য ঘোষণাও দিয়েছি এবং তাদের সাথে গোপনেও আলোচনা করেছি।"

তৃতীয় পর্ব: পার্থিব ও পরকালীন সফলতার প্রস্তাব
নূহ (আঃ) কেবল তাদের আযাবের ভয়ই দেখাননি, বরং তিনি তাদের সামনে তাওবা ও ইস্তিগফারের বিনিময়ে পার্থিব ও পরকালীন সফলতার এক আকর্ষণীয় প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন।

ইস্তিগফারের পুরস্কার:

- তিনি বলেন: "আমি বলেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল'।"
- বৃষ্টির প্রাচুর্য: "তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।"
- সম্পদ ও সন্তানের বৃদ্ধি: "এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন।"
- বাগান ও নহর: "এবং তোমাদের জন্য উদ্যান সৃষ্টি করবেন ও নহর প্রবাহিত করবেন।"

এই প্রস্তাবটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য কেবল পরকালীন মুক্তিই নয়, বরং পার্থিব জীবনেও শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

চতুর্থ পর্ব: আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তার আহ্বান এবং চূড়ান্ত অভিযোগ

যখন কোনো কিছুতেই কাজ হলো না, তখন নূহ (আলার) তাদের আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানান।

সৃষ্টির নিদর্শন:

- তিনি বলেন, "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না? অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন।"
- "তোমরা কি দেখো না, কীভাবে আল্লাহ সাত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?"
- "এবং সেখানে চন্দ্রকে আলোরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করেছেন।"
- "আর আল্লাহই তোমাদেরকে ভূমি থেকে উদ্ভিদের মতো উৎপন্ন করেছেন।"

চূড়ান্ত অভিযোগ:

- অবশেষে, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, নূহ (আলার) তাঁর প্রতিপালকের কাছে চূড়ান্ত অভিযোগ পেশ করেন। তিনি বলেন: "হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমার অবাধ্যতা করেছে এবং এমন নেতাদের অনুসরণ করেছে, যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।"
- "এবং তারা এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছে।" তারা তাদের ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাসর নামক মূর্তিগুলোর উপাসনা ছাড়তে অস্বীকার করেছে।

পঞ্চম পর্ব: এক নবীর চূড়ান্ত দোয়া এবং অবাধ্যতার পরিসমাপ্তি

সকল আশা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, নূহ (আলার) দুটি চূড়ান্ত দোয়া করেন, যা ছিল ন্যায়বিচারের এক অনিবার্য পদক্ষেপ।

- অবিশ্বাসীদের জন্য দোয়া: "হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোনো গৃহবাসীকেও অব্যাহতি দেবেন না। যদি আপনি তাদের অব্যাহতি দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা পাপাচারী ও কাফির ছাড়া আর কোনো সন্তান জন্ম দেবে না।"
- বিশ্বাসীদের জন্য দোয়া: অবশেষে, তিনি নিজের জন্য, তাঁর পিতা-মাতার জন্য এবং সকল বিশ্বাসী নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যে ব্যক্তি মুমিনরূপে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে, আর সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করুন। আর জালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।"

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. নূহ (আঃ) পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসূল যিনি ৯৫০ বছর দাওয়াতী কাজ করেছেন।

২. এক আল্লাহর ইবাদত ও রাসূলের আনুগত্য করলে গুনাহ ক্ষমা করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে দেন, কারণ রাসূলের আনুগত্য মানেই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য।

৩. নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী কাজে আল্লাহ তা'আলার পথে আহ্বানকারীর জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে।

৪. নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এই সূরায় ।

৫. সত্যের দাওয়াত অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করে থাকে যেমন করেছিল নূহ (আঃ)-এর জাতি।

৬. ঈমানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ফলাফল জানতে পারলাম।

৭. আকাশ-জমিন ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টির রহস্য জানা গেল।

৮. একজন দাঈ নিরাশ না হয়ে যথাসম্ভব দাওয়াতী কাজে আঞ্জাম দিয়ে যাবে।

৯. মূর্তি পূজার সূচনা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এই সূরায় । স
১০. প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে মানুষ সহজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।
১১. যুগে যুগে যারাই সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে।
১২. নাবীরা মুসতাজাবুত দাওয়াহ বা দু'আ করলে কবূল হত এমন ব্যক্তি ছিলেন।
১৩. মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে তার খারাপ কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।
১৪. জালিম ও কাফিরদের জন্য বদ্দুআ করা শরীয়তসিদ্ধ।
১৫. মু'মিন নর-নারীর জন্য অন্য মুমিনের দু'আ করা উচিত।
১৬. দু'আকারী প্রথমে নিজের জন্য দু'আ শুরু করা মুস্তাহাব।